

## ক. মিশর থেকে যাত্রা:

### ❖ দয়া করে চলে যান! (যাত্রাপুস্তক ১২:৩১-৩৬)

- পুরো মিসর শোকাহত হয়ে পড়েছিল, “কারণ এমন কোনো ঘর ছিল না, যেখানে কেউ মারা যায়নি।” (যাত্রাপুস্তক ১২:৩০)। ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, তা অনেক দেরিতে।
- “আমাকেও আশীর্বাদ করে যেও।” (যাত্রাপুস্তক ১২:৩২)—এই বাক্যের মাধ্যমে, ফরৌণ তার সমস্ত জনগণের মনের কথা প্রকাশ করেছিল: দয়া করে, আমাদের আর কিছু করবেন না!
- এটি তার অন্যায়ের জন্য আন্তরিক অনুশোচনার প্রকাশ ছিল না, বরং ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল।
- যখন ইস্রায়েলীয়রা তাদের বহু বছরের দাসত্বের পারিশ্রমিক চাইল, তখন মিশরীয়রা “তাদের যা চেয়েছিল তা তাদের দিয়েছিল” (যাত্রাপুস্তক ১২:৩৬)। এইভাবে, ঈশ্বর নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর প্রথমজাত সন্তানরা নিরাপদে মিশর ত্যাগ করবে - এবং তাঁর হাত পূর্ণ করে।

### ❖ প্রথম সন্তানদের উৎসর্গ (যাত্রাপুস্তক ১৩:১-১৬)

- প্রথম সন্তানদের উৎসর্গ কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? এটি সম্পন্ন হয়েছিল মৃত্যুর মাধ্যমে। প্রতিটি প্রথম সন্তানকে মরতে হতো। কিন্তু, তাদের জায়গায় অন্য একটি প্রাণীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- এই সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিন:
  - (1) ইস্রায়েল হলো ঈশ্বরের প্রথম সন্তান (যাত্রাপুস্তক ৪:২২)
  - (2) আজকের দিনে, গির্জা হল আত্মিক ইস্রায়েল (গালাতীয় ৬:১৬)
  - (3) সুতরাং, ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গিত হতে হলে আমাদের সকলকেই মরতে হবে
  - (4) কিন্তু একজন আছেন, যিনি আমাদের পরিবর্তে মারা গেছেন
- যিশু, “ঈশ্বরের মেসশাবক” (যোহন ১:২৯), মৃত্যুবরণ করেছেন, যাতে কেউ যদি তাঁর রক্তকে নিজের হৃদয়ের দরজায় প্রয়োগ করে, তবে সে না মরে, বরং অনন্ত জীবন লাভ করে।
- ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর অংশের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেকে তাঁর মুক্তিদানকারী রক্তে আচ্ছাদিত করা।

## খ. সূফ সাগর অতিক্রম:

### ❖ মরুভূমিতে আটকে পড়া (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭-১৪:১২)

- ফরৌণের অনুমতিতে, ইস্রায়েলীয়রা “যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত” হয়ে বেরিয়ে পড়ে (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৮)। কিন্তু ঈশ্বর চাইলেন না যে তারা যুদ্ধের সম্মুখীন হোক, তাই তিনি তাদের অন্য পথে ঘুরিয়ে দিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭)।
- এদিকে, ফরৌণ তার অনুশোচনার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইস্রায়েলীয়দের পেছনে ধাওয়া করল (যাত্রাপুস্তক ১৪:৫)। ইস্রায়েলীয়রা এখন মরুভূমিতে এমন জায়গায় ছিল, যেখান থেকে পালাবার কোনো উপায় ছিল না (যাত্রাপুস্তক ১৪:২-৩, ৯)।
- বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে তারা যোসেফের কফিন নিয়ে গিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৯)। পাশাপাশি, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাদের পথ প্রদর্শন করছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৩:২১)।
- কিন্তু ফরৌণের সৈন্যদের দেখেই তাদের বিশ্বাস টলে গেল (যাত্রাপুস্তক ১৪:১০-১২)। তারা কত তাড়াতাড়ি সেই অলৌকিক ঘটনাগুলো ভুলে গেল, যেগুলো তারা নিজের চোখে দেখেছিল! আমাদের সাথেও কি এমনটা হয় না?

## ❖ সমুদ্রে একটি পথ (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-৩১)

- লোকেদের অবিশ্বাসের মুখে মোশি তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করলেন (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-১৪):
  - (1) “ভয় পেও না” : বিজয়ের প্রথম ধাপ হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা
  - (2) “স্থির হয়ে দাঁড়াও” : অভিযোগ না করে ধৈর্যের সাথে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা
  - (3) “উদ্ধার দেখো” : যদি আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পথনির্দেশ করতে দিই, তাহলে বিজয় নিশ্চিত
  - (4) “প্রভু তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন” : ঈশ্বর নিজেরাই শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করেন। কল্পনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো—কালভ্যারির ক্রুশ
- ঈশ্বর মানুষকে একটি মাত্র নির্দেশ দিলেন: “অগ্রসর হও” (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৫)। এই মুহূর্ত থেকে, আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেতে শুরু করল (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৯-৩১):
  - (1) ঈশ্বরের দূত ও মেঘস্তুত ইস্রায়েলীয়দের ও মিসরীয়দের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল
  - (2) রাতে এটি মিসরীয়দের জন্য অন্ধকার ও ইস্রায়েলীয়দের জন্য আলো হয়ে রইল
  - (3) মোশি তার লাঠি তুলতেই সাগর দ্বিখণ্ডিত হলো, এবং ইস্রায়েলীয়রা শুকনো ভূমির উপর দিয়ে পার হয়ে গেল
  - (4) সাগরের মাঝে ইস্রায়েলীয়দের ডান ও বাম পাশে জলরাশি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল
  - (5) মিসরীয়রাও সাগরে প্রবেশ করল
  - (6) ভোরবেলায়, ঈশ্বর মিসরীয়দের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেন।
  - (7) তারা পিছু হটেতে চেষ্টা করতেই সাগর তার আগের অবস্থানে ফিরে এল এবং পুরো মিসরীয় বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল
  - (8) ইস্রায়েলীয়রা উপকূল থেকে সেই বিজয় প্রত্যক্ষ করল, এবং তারা ঈশ্বর ও মোশির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল

## গ. উৎসব:

### ❖ মোশির গান (যাত্রাপুস্তক ১৫:১-২১)

- যা ঘটেছিল তা দেখে মোশি ইস্রায়েলীয়দের প্রশংসার গানে নেতৃত্ব দিলেন, আর মারিয়ম নারীদের সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সাড়া দিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৫:১, ২০-২১)।
- এই গানে ইস্রায়েলীয়দের কোনো কাজের উল্লেখ নেই। বরং, এটি ঈশ্বরের প্রশংসা করে, যিনি শত্রুদের ধ্বংস করেছেন (যাত্রাপুস্তক ১৫:৬), এবং তাঁর কার্যকলাপের প্রশংসা করে (যাত্রাপুস্তক ১৫:১১)। যারা এই কাহিনি শুনবে তাদের প্রতিক্রিয়াও এখানে ঘোষণা করা হয়েছে (যাত্রাপুস্তক ১৫:১৪)।
- পাশাপাশি, ভবিষ্যতের জন্যও ঘোষণা রয়েছে: “তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, আপন অধিকার-পর্বতে রোপন করিবে;” (যাত্রাপুস্তক ১৫:১৭)।
- যখন ঈশ্বরের বিচার প্রকাশিত হবে, এবং দুঃস্থতা ও অত্যাচারের অবসান ঘটবে, তখন সমস্ত জাতির উদ্ধারপ্রাপ্তরা এই ধর্মময় বিচারগুলোর জন্য তাঁকে মহিমা দেবে, এবং মোশি ও মেসশাবকের গান গাইবে (প্রকাশিতবাক্য ১৫:৩)।